আজকের কাগজ

তারিখ ...01 APR 1995...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

26

ঢা.বিতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ

শাহ নিসতার জাহান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ ও তার পদোন্নতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রাপ্ত এ শিক্ষকের নাম মিসেস নাজমা শাহীন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের মেয়ে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের কাছে এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারি এক অভিযোগনামা দাখিল করেছেন।

অভিযোগে বলা হয়, নাজমা শাহীন ১৯৯১ সালে তৎকালীন উপ-উপাচার্যের মাধ্যমে এডহক ভিত্তিতে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক এ ব্যাপারে জানান, এ নিয়োগ বিধি বহির্ভূত।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে নাজমা শাহীনের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতির বিষয়টি। ইনস্টিটিউটের অভিযোগে বলা হয়, তৎকালীন উপাচার্যের অনুমতি নিয়ে নাজমা দু'বছরের অবৈধ সবেতন ছুটিতে জাপান পড়তে যান। ছুটি শেষে তিনি গত ৯ অক্টোবর ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। তার অনুপস্থিতিতেই তিনি সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতির ব্যবস্থাও করিয়ে নেন। তার নিয়োগপত্রে শর্ত ছিলো, 'বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে কাজে যোগদানের তারিখ থেকে তার এ নিয়োগ কার্যকর হবে।' অভিযোগনামায় বলা হয়, শর্তের এ জায়গাটিতে ফ্লুইট দিয়ে মুছে 'বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন শেষে' কথাটি লেখা হয়েছে।

সাধারণত ছুটি শেষ হবার আগেই বৃত্তি নবায়ন হয়। সুপারভাইজার তার ডিগ্রি গ্রহণের সময় জানিয়ে চিঠি দেন। কিন্তু মিসেস নাজমা শাহীনের ফাইলে অরিজিনাল কোনো চিঠি নেই। সুপারভাইজার অধ্যাপক তাকিয়োরী স্যাকিকির যে চিঠি ফাইলে রয়েছে তা ফটোকপি এবং সত্যায়িত নয়। চিঠিতে কোনো তারিখও উল্লেখ করা হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার, মিসেস শাহীন দ্বিতীয়বার ছুটির জন্য ফ্যাক্সের মাধ্যমে যে আবেদন করেন তাতে তারিখ প্রতীয়মান হয় ১০ নভেম্বর ১৯৯৩। কিন্তু সুপারভাইজারের চিঠি ফ্যাক্সের তারিখ ১৯৯৩ সনের ২৮ নভেম্বর। এ অবস্থায় তিনি বিদেশ চলে যান সিএন্ডডি কমিটির অনুমোদন ব্যাতিরেকে। চুক্তিতে তার ছুটি ভোগের ভোগের দু' বছরের সার্ভিস দেয়ার কথা ছিল কিংবা ওই ২ বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে টাকা নিয়েছেন তা ফেরত দেবেন। কিন্তু শাহীন এর কোনটি না করে বরং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়ে ১ বছরের ছুটি নিয়ে বিদেশ চলে যান। অভিযোগনামায় এ চিঠিকে বারবার

তারা আরো জানান, নাজমা শাহীনের ছুটি বাড়িয়ে নেয়া সঠিক হলে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তার যোগদান অবৈধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে লিখিত এ অভিযোগে জালিয়াতি ও অবৈধ কজের অভিযোগে নাজমা শাহীনের শাস্তি দাবি করেছেন।